موانع التكفير
মাওয়ানিউত তাকফীর
(তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা)
শাইখ আল-আল্লামাহ আলী
ইবনু খুদাইর আল খুদাইর
(فرج الله عنه)
الموحدون
The Muwahhidin
Publications
অনুবাদ ও পরিবেশনায়:
The Muwahhidin
Publications

মাওয়ানিউত তাকফির

শাইখ আল-আল্লামাহ আলি ইবনু খুদাইর আল খুদাইর (فرج الله عنه)

The Muwahhidin Publications

আমাদের উচিত মাওয়ানী (প্রতিবন্ধকতাসমূহ) এর ব্যাপারে জানার পূর্বে কুফরের কারণসমূহের ব্যাপারে জানা; এগুলো হলো - বিশ্বাস, মৌখিক কথা, কর্ম, অথবা সংশয়। এর কারণ, কুফরের সংজ্ঞা হল এমন প্রতিটি কথা, কাজ অথবা বিশ্বাস যার জন্য কোন ব্যক্তির ওপর তাকফীর আরোপিত হয় এবং এটি (সেই) ব্যক্তিকে মিল্লাহ থেকে বের করে দেয়।

এর বিবরণ নিম্নরূপ:

শিরকের অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে একটি বাধা হলো ইকরাহ (জোর-জবরদস্তির শিকার হওয়া)। আল্লাহ ﷻ বলেন, "যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।' [সূরা আন নাহল: ১০৬]

অস্পষ্ট বিষয় বা মাসায়িল আল-খাফিয়্যাহর ক্ষেত্রে তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা: যে সমস্ত ব্যাপারে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি অবগত থাকে এবং এর দ্বারা যা উদ্দেশ্য করা হয় (অস্পষ্ট বিষয়াদি) সেগুলো হলো প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদআ'তিদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, যেমন আসমা ওয়াস সিফাত, ঈমান, ক্বাদর এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।

মাসায়িল আল-খাফিয়্যাহ বা অস্পষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো:

১. অজ্ঞতা।

২. তাওয়িল।

৩. অন্ধ-অনুসরণ।

৪. ইকরাহ।

৫. সত্য জানার জন্য পর্যাপ্ত দলীলের অভাব।

৬. অথবা এটি (দলীল) তাঁর নিকট পৌছেছে কিন্তু সে এর ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলনা।

৭. অথবা সে এর ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কিন্তু তা বুঝতে অপারগ ছিল।

৮. অথবা সে এর ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কিন্তু এর বিপরীত একটি যুক্তি তার নিকট পেশ করা হয়েছিল, যার ফলে সে তাওয়িলের আশ্রয় নেয়।

৯. অথবা সে এমন একটি ভুল ধারণায় নিপতিত হয় যার ব্যাপারে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন।

১০. অথবা তিনি একজন সত্যসন্ধানী মুজতাহিদ ছিলেন।

স্পষ্ট বিষয়াদির বা মাসায়িল আয-যাহিরাহ আল-জালিয়াহ (যেসব বিষয়ে আলিম ও সাধারণ সকলেই অবগত) এর ক্ষেত্রে তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা:

১. দুর্গম কোন মরুভূমিতে থাকার ফলে অজ্ঞতার শিকার, অথবা মাত্র কুফর হতে ফিরে আসার ফলে (পূর্ব হতে বিদ্যমান) অজ্ঞতা, অথবা কুফরের ভূমিতে বসবাস ও সেখানে বেড়ে ওঠা। তবে যে ব্যক্তি মুসলিমদের ভূমিতে বাস করে এবং সেখানে বেড়ে উঠেছে, তার ক্ষেত্রে দৃশ্যত বিষয়াদির ব্যাপারে উজর গৃহীত নয়, বরং সে হলো এমন কেউ যে সীমালঙ্ঘন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

২. ইকরাহ (জোর-জবরদস্তির শিকার হওয়া)।

সামগ্রিকভাবে কুফরের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিপর্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রযোজ্য:

১. বালেগ হয়নি।

২. সুস্থ মস্তিষ্কের নয়, অর্থাৎ পাগলামি, অচেতনতা, ঘুম বা নেশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে চিন্তাক্ষমতার অভাবে, অথবা অতিরিক্ত আনন্দ বা রাগের বশবর্তী হয়ে, অনেকটা সেই ব্যক্তির মত- যে তাঁর হারানো উট খুঁজে পেয়ে আনন্দে আত্নহারা হয়ে ভুল করেছে।

৩. অনিচ্ছাকৃত কুফরি কাজ হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ কাজটির ফলাফল (কুফর) এর প্রতি অনিচ্ছা থাকা।এরপরও, যদি কাজটি ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি তা নিজে থেকে করতে উদ্যত ছিলেন কিন্তু কুফর হোক তা চাননি, অথবা কাজটি কুফর হওয়ার ব্যাপারে অবগত থাকেন (এতে লিপ্ত না হয়ে), তবে তা ভিন্ন বিষয়, যা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়।কাজটি করতে ব্যক্তি উদ্দ্যত ছিলেন, কিন্তু কাজটি কুফর হবে তা চাননি- এর উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে এক টুকরো কাগজে পা রাখে এর ব্যাপারে কিছু না জেনেই, কিন্তু এটি ছিল মূলত কুরআনের একটি পৃষ্ঠা। অর্থাৎ সে ইচ্ছাকৃতভাবে (অবমাননার উদ্দেশ্যে) তাতে পা রাখেনি।অপরদিকে এর বিপরীত হলো একটি মুসহাফ হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা।কেননা এটি (সাধারণত) উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ছেড়া হবে, এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হবে, কুফরি করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও।

৪. এমন কোন কথা বা কর্ম, যার কুফর হওয়ার বিষয়টি দৃশ্যত অথবা স্পষ্ট নয়।

৫. (কোন কথা অথবা কর্মের) অন্তর্নিহিত অর্থ এবং ফলাফল কুফর হওয়া যখন ব্যক্তি তা (সেই অর্থের দিকে) উদ্দেশ্য করেননি বা বোঝাননি। সুতরাং উদ্দেশ্য না থাকায় এখানে তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান।

৬. ব্যক্তির কুফরকে দলীল ও নিশ্চয়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রমাণাদির অভাব বিদ্যমান থাকা।

৭. তার উপর কুফরির হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া।

৮. বিকল্পের অভাব থাকা, এবং এটি হলো ইকরাহ।

এছাড়াও এমন কিছু বাধা রয়েছে যার দিকে তাকানোর দরকার নেই তবে কেউ কেউ সেগুলোকেও বিবেচনায় নিয়ে থাকেন (এগুলো কোনটাই তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা নয়)।যেমন:

১. ভয়।

২. কুফরের উদ্দেশ্য না করা।

৩. শুধুমাত্র অন্তরে বিশ্বাস দ্বারা কুফরি করা (ই'তিক্বদ)।

৪. শাসক, আলিম, দায়ী অথবা মুজাহিদীন দের মধ্য থেকে হওয়ায় তাদেরকে তাকফীর থেকে বিরত থাকে, যদিও তারা দৃশ্যত ও স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত থাকে।

৫. খারাপভাবে গড়ে তোলা।

৬. দাওয়াহ বা স্বার্থের মাসলাহা, আজকে চারিদিকে যা প্রচার করা হচ্ছে তা হলো মাসলাহার নিয়তে, যদিও তা কুফর হয়- এর ফলে কেউ কাফির হয়না।

৭. ঠাট্টার ছল অথবা গুরুত্বহীনতা থাকা, তাই ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয়না যদিনা সেটি গুরুত্বের সহিত হয়ে থাকে।

৮. প্রয়োজনীয় আইন ও শাস্তির অভাব থাকা: কেউ কেউ এটিকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখায় স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এই বলে যে- সে কাফির নয় কারণ যদি তাকফীর করা হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে না বা (তার বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করা হবে না, এর উপযুক্ত ফলাফল মিলবে না এবং তার স্ত্রীর থেকে বিচ্ছেদও ঘটবে না, তাই তাকফির করার দরকার নেই।

আমরা এদেরকে বলি, (কাফির) আখ্যা দেয়া এবং বিধানের মাঝে পার্থক্য রয়েছে এবং বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষমতার অভাব সংশ্লিষ্ট আখ্যাকে বাধা দেয় না।

ইমাম আল-আল্লামাহ আবদুল লাতিফ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হাসান আন-নাজদী رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন,

فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمي ما سماه الشارع كفراً أو شركاً أو فسقاً باسمه الشرعي. ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة، ولم تبلغه الدعوة، وفرق بين كون الذنب كفراً وبين تكفير فاعله.

‘হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠার অনুপস্থিতিতে শরীয়াহ'র আসমা/লেবেল/আখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না। বরং আসমা/লেবেল/আখ্যা লেগে থাকে যা শরীয়াহ প্রণেতা (আল্লহ ﷻ) কুফর, শিরক কিংবা ফিসক্ব হিসেবে লেবেলিং/ আখ্যায়িত করেছেন।

কর্তার উপর এসব লেবেল/আখ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই, যদিওবা কর্তা শাস্তিপ্রাপ্ত না হয় কেননা তার উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিংবা দাওয়াহ পৌঁছায়নি। কোন গুণাহ/পাপকাজ কুফরী হওয়া এবং এই কাজ সংঘটনকারীর উপর তাকফীর করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে’ [কিতাবু মিনহাজুত তা'সিস ওয়াত তাক্বদিস, পৃষ্ঠা-৩১৬]

<u>আমি এখানে পরাজিত মানসিকতার মডার্নিস্ট মুরজিয়াদের মানহাজ ও উসুলের ওপর আলোকপাত করতে চাইব, এবং নিম্নে তাকফিরের ব্যাপারে তাদের মূলনীতিগুলো স্পষ্ট করছি:</u>

১. তাকফিরের ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই সাধারণ সতর্কীকরণ।

২. বক্তব্য এবং বক্তার মধ্যে পার্থক্য করা, এবং সর্বদা ও প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্ম ও কর্তার মধ্যে (পার্থক্য করা), এমনকি তা বড় শিরকের ক্ষেত্রে হলেও- যেসব বিষয়ে হুজ্জাহ কায়েম করা হয়েছে। (তাদের মতে) কর্ম অথবা বক্তব্যটি কুফর, কিন্তু কর্তা বা বক্তা (কুফরের) কারণগুলো পূরণ এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করা সত্ত্বেও সে কাফির হয়না।এই কারণে, কিতাব ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য বিষয়গুলো ব্যতীত আর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তারা তাকফীর করে না।

৩. তাকফীরের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন ও অনুধাবন পরিত্যাগ করা এবং তা শেখা ও অনুধাবন থেকে সতর্ক করা, এবং তা শেখানো বা এ সম্পর্কে লেখালেখি না করা।পাশাপাশি, নাজদী দাওয়াহ'র আইম্মাহদের বই থেকে সতর্ক করা এবং তাওহীদের উসূল অধ্যয়ন করাসহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব এর কিতাবুত তাওহীদ পড়ানোকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা। এবং নাওয়াক্বীদুল ইসলামের পাঠদান ত্যাগ করা এবং এটিকে তাকফীরের জন্য ফিতনা কিংবা বাড়াবাড়ি মনে করা।

৪. ওয়ালা-বারা ইস্যুকে কম গুরুত্ব দেয়া। এবং কুফর বিত-ত্বগূতের আলাপের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীনতা, বারবার বলা যে (কুফরে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা) তারা (ত্বগূত) এর ইবাদতকারী নয়, আল্লাহ আমাদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না এবং এই জ্ঞানে কোন লাভ নেই।

৫. অজ্ঞতার অজুহাত প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা এবং এটির সীমা প্রসারিত করতে থাকা যতক্ষণ না তা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের অজ্ঞদের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়।

৬. সহনশীলতার আহ্বান ও এর পুনরাবৃত্তি করতে থাকা।

৭. ত্বগূত শাসকদের তাকফীরের (আক্ষরিক অর্থে "তুগাহ") বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ, তাদের কুফরকে উপেক্ষা করা এবং এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শত্রুতা করা।

৮. রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে মাপকাঠি ও লিটমাস বানানো।ফলে, যদি কেউ এই ব্যক্তিদের তাকফীর করে, এমনকি যদি তারা (রাজনীতিকেরা) স্পষ্ট কুফরেও লিপ্ত থাকে এবং তাকফিরেও প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে সে (তাকফীরকারী) বিবেচিত হয় একজন হারুরী তাকফীরী ও ফিতনাবাজ, আহলুস সুন্নাহ বা সালাফী হিসেবে নয়।যদিও নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর তাকফীরের বিষয়টি ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কিত।উদাহরণস্বরূপ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে সে মুশরিক, এবং যে কুরআনকে উপহাস করে সে মুরতাদ' এবং এর অনুরূপ।সুতরাং, এই মূলনীতিতে কোন ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) এর সুযোগ নেই, এবং যে এটির বিরোধিতা করে সে একজন বিপথগামী এবং আহলুস-সুন্নাহর বাইরে।তবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি হবে একটি ভিন্ন বিষয়।

<u>দৃষ্টি আকর্ষণ: এখানে কিছু নির্বাচিত উসুল দেওয়া হলো, আমরা আশা করি ভাইয়েরা এর থেকে উপকৃত হবেন:</u>

১. নিশ্চয়ই, ইসলাম হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করা ব্যতীত, এবং রসূল (স.) - এর প্রতি ঈমান রাখা এবং তাঁর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করা।বান্দা যদি তা না করে তাহলে সে মুসলিম নয়।

২. নিশ্চয়ই, যে ব্যক্তি বড় শিরকে লিপ্ত হয় সে একজন মুশরিক, যদি না সে বাধ্য হয়ে এ কাজ করে।

৩. যে ব্যক্তি বড় শিরকে লিপ্ত হয় তার ফলাফল হলো– হুজ্জাহ কায়েমের আগেই তার উপর শিরকের অভিযোগ যুক্ত হবে। (অর্থাৎ মুশরিক বলে গণ্য হবে)

৪. হুজ্জাহ কায়েম এবং হুজ্জাহ অনুধাবনের মধ্যে পার্থক্য করা বাধ্যতামূলক।

৫. যেরূপ হুজ্জাহতে একজন মুশরিক শাস্তির পাওয়ার যোগ্য তা হলো, (সেই হুজ্জাহ কায়েমের শর্ত) তার কাছে (ইসলামের) বার্তা পৌঁছেছে এবং তা হতে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।

৬. শারীয়াহ-এ হুজ্জাহ কায়েমের শর্ত হল জ্ঞানলাভের এবং এর উপর আমল করার ক্ষমতা থাকা।

৭. প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ‘আতীদের তাকফীরের শর্ত হলো, হুজ্জাহ কায়েম করতে হবে এবং বিভ্রান্তিগুলো দূর করতে হবে।

৮. প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতিদের তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো: সত্য জানার জন্য প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণাদির অনুপস্থিতি, অথবা সেগুলো তাঁর কাছে পৌঁছেছে কিন্তু সে এর ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলনা। অথবা সে দলীলের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কিন্তু তা বুঝতে অক্ষম ছিল, অথবা সে নিশ্চিত হলেও কোন একটি সাংঘর্ষিক যুক্তির ফলে তাওয়িল (ব্যাখ্যা) এর আশ্রয় নিয়েছিল, অথবা এমন একটি ভুল ধারণায় সে পতিত হয়েছিল যার জন্য আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন, অথবা তিনি একজন সত্যসন্ধানী মুজতাহিদ ছিলেন।

৯. হুজ্জাহ সর্বতোভাবে বাধ্য এমন ব্যক্তির উপর কায়েম হয় যিনি বক্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম (অর্থাৎ তিনি সেই ভাষা জানেন), সত্য ও সঠিক পথ জানার মাধ্যমে নয়।

১০. স্পষ্ট [মাসায়িল আয-যাহিরাহ] এবং অস্পষ্ট বিষয়াদির [মাসায়িল আল-খাফিয়্যাহ] মাঝে পার্থক্য করা বাধ্যতামূলক।

১১. যে ব্যক্তি দ্বীনের সুস্পষ্ট কোন বিষয়কে অস্বীকার করে সে কুফরে লিপ্ত হয় শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে কুফর হতে ফিরে এসেছে, অথবা দূর্গম মরুভূমিতে বা কুফরের ভূমিতে (যেখানে দাওয়াহ পৌঁছায়নি) বসবাস করে।

১৩. (তাকফীরের) শর্ত পূরণ করা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর না করা পর্যন্ত অস্পষ্ট বিষয়াদির মধ্য হতে কোন বিষয়ের বিরোধিতা করলে কেউ কাফির হবে না।

১৩. যে ব্যক্তি কোন অস্পষ্ট বিষয়ে সত্যের সন্ধানে ইজতিহাদ করে কিন্তু তা অর্জন করে না সে সওয়াবের অধিকারী হয়, এবং যে সীমালংঘন করে সে গুনাহগার।

১৪. ফাসিক্ব এবং অবাধ্য লোকদের প্রতি প্রযোজ্য হুমকিসমূহ (তাকফিরের) প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল।